৩০ মজলিসে কুরআনের সারনির্যাস

মুফতি জিয়াউর রহমান

মাকতাবাতুল আসলাফ

সূচি

ভূমিকা - ২৪

প্রথম মজলিস (২৬-৩৬)

১. সূরা ফাতিহা ২৭

সূরা ফাতিহার বৈশিষ্ট্য ২৭

২. সূরা বাকারা ২৯

সূরা বাকারার ফযীলত ২৯

গাভী-কাহিনী ৩০

মানুষ তিন কিসিমের—মুমিন, কাফির, মুনাফিক ৩১

মুমিনদের পাঁচ গুণাগুণ ৩১

পৃথিবীর ইতিহাসের আদি কাহিনী ৩২

বনী ইসরাঈলের বিবরণ ৩৩

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আলোচনা ৩৪

কাবা নির্মাণের পর রবের দরবারে নবী ইবরাহীমের দুআ ৩৫

দ্বিতীয় মজলিস (৩৭-৪৬)

কিবলা পরিবর্তনের আলোচনা ৩৮

আবওয়াবুল বির ৪০

মৃত্যুভয়ে পলায়নপর দুই সম্প্রদায়ের ঘটনা ৪৬

তৃতীয় মজলিস (৪৭-৫৭)

আয়াতুল কুরসী : কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত ৪৮

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত ৪৯
সূরা বাকারার পাঁচ জায়গায় মৃতকে জীবিত করার আলোচনা ৫০
গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য আলোচনা ৫০
সুদ ও সুদখোর সম্পর্কে আলোচনা ৫১
সূরার শেষে আল্লাহ তাআলার কাছে বান্দার কিছু দুআ ৫২
সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ফযীলত ৫২

৩. সূরা আলে ইমরান ৫৪

সূরা আলে ইমরানের ফযীলত ৫৪
শিক্ষণীয় তিনটি অলৌকিক ঘটনা ৫৫

চতুর্থ মজলিস (৫৮-৬৭)

সূরা আলে ইমরানের বাকি অংশ..... ৫৯
মুসলামানদের মধ্যে ঐক্য অপরিহার্য ৬০
কাফির ও মুনাফিকদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা যাবে না ৬০
বদরযুদ্ধের আলোচনা ৬১
যেকোনো কাজে পরামর্শ করার নির্দেশ ৬৩
আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন বুদ্ধিমান বান্দাদের দুআ ৬৩

৪. সূরা নিসা ৬৫

ইয়াতীমের উত্তাধিকার-সম্পদ যথাযথভাবে প্রত্যার্পণ করা ৬৫
বিবাহ এবং বহু বিবাহ ৬৬
উত্তরাধিকার-সম্পত্তিতে নারী ও শিশুদের অংশীদার করার নির্দেশ ..৬৬
যে-সমস্ত নারীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক চিরস্থায়ী হারাম ৬৭

পঞ্চম মজলিস (৬৮-৭৫)

দাম্পত্য জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপায় ৬৯
কিছু মৌলিক হকের আলোচনা ৬৯

ইহসান ৭০
আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ৭০
মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ ৭০
হত্যাকাণ্ডের শাস্তি ৭১
হিজরত সম্পর্কিত আলোচনা ৭২
ভীতি ও সফর অবস্থায় নামাযের মাসআলা ৭২
ন্যায়-বিচারের কুরআনি দৃষ্টান্ত ৭৩
দাম্পত্যজীবনের পথনির্দেশিকা ৭৪
মুনাফিকদের আলোচনা ৭৪

ষষ্ঠ মজলিস (৭৬-৮২)

ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের আলোচনা ৭৭

৫. সূরা মায়িদা ৭৭

সূরা মায়িদার ফযীলত ৭৭
হারাম আহার্যের আলোচনা ৭৮
মুসলমানদের ওপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহের আলোচনা....৭৯
ইহুদী-খ্রিষ্টানদের প্রসঙ্গ ৭৯
হাবিল ও কাবিলের আলোচনা ৮০
সত্যবাদী মুমিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ার নির্দেশ ৮১

সপ্তম মজলিস (৮৩-৯০)

অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের কার্যকর ফর্মুলা ৮৪
কসমের বিধান ৮৫
ইহরাম ও বাইতুল্লাহর আলোচনা ৮৫
মায়িদা তথা দস্তরখানের কাহিনী ৮৬

৬. সূরা আনআম ৮৮
ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আলোচনা ৮৮
আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য ও অপরিসীম শক্তির বর্ণনা ৮৯
মূর্তি-প্রতিমাকে গালি দিতে মানা ৯০

অষ্টম মজলিস (৯১-১০০)

সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুসরণ পথভ্রষ্টতার কারণ ৯২
প্রসিদ্ধ ১০টি ওসীয়ত ৯৩
৭. সূরা আরাফ ৯৪
কিয়ামাতের দিন ভালো-মন্দ কাজের ওজন হবে ৯৪
মানবজাতিকে প্রদত্ত সম্মানের আলোচনা ৯৫
মানবজাতিকে আল্লাহ তাআলার বিশেষ সম্বোধন ৯৫
ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয সতর ঢাকা ৯৬
নতুন পোষাক পরিধানের দুআ ৯৬
জান্নাতী জাহান্নামী ও আরাফবাসীর কথোপকথন ৯৭
তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ তিন দলীল ৯৮
আল্লাহ তাআলা কোথায় আছেন? ৯৮

নবম মজলিস (১০১-১০৬)

শুয়াইব আলাইহিস সালামের আলোচনা ১০২
মূসা আলাইহিস সালামের আলোচনা ১০২
বালআম ইবনু বাউরার আলোচনা ১০৩
কুরআনে নবীগণের এসব কাহিনী বর্ণিত হওয়ার অন্তর্নিহিত কারণ ও শিক্ষা -.....১০৩
৮. সূরা আনফাল ১০৪
সূরা আনফালের বৈশিষ্ট্য ১০৪

দশম মজলিস (১০৭-১১৭)

গনীমত ও বদরযুদ্ধ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা ১০৮

গাইবী সাহায্যপ্রাপ্তির চার শর্ত ১০৮

৯. সূরা তাওবা ১১১

বৈশিষ্ট্য ও নামকরণের কারণ ১১১

মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা..... ১১১

হজ্জে আকবর প্রসঙ্গে ১১২

হুদাইবিয়ার চুক্তি বাতিলের ঘোষণা ১১২

হিজরতের মাসাইল ১১৩

আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি ১১৪

অর্থের লোভে ভুল ফতোয়া ১১৪

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মর্যাদার স্বীকৃতি ১১৫

যাকাতের আট খাতের বিবরণ ১১৬

ইবাদাতের পারিশ্রমিক গ্রহণ ১১৬

মুনাফিকদের আলোচনা ১১৬

একাদশ মজলিস (১১৮-১২৭)

মুনাফিকদের অজুহাত ১১৯

মুনাফিকদের ব্যাপারে তিন নির্দেশনা ১১৯

সাহাবীদের প্রতি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির ঘোষণা ১২০

মসজিদে দিরার ১২১

তিন সাহাবীর অনুশোচনা ১২২

চার বিষয়ে মুমিনদেরকে তাগিদ প্রদান ১২২

ইলম অর্জনে গুরুত্বপ্রদানের তাগিদ ১২২

ফরয ইলম দুই প্রকার : ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া ১২৩

ফরযে আইন ইলম ১২৩
ফরযে কিফায়া ইলম ১২৪
ফরযে কিফায়া ইলমের রূপরেখা ১২৪
কোনো সূরা যখন নাযিল হয়, মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি পায় ১২৫
১০. সূরা ইউনুস ১২৫
মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের জবাব ১২৬
তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা ১২৭

দ্বাদশ মজলিস (১২৮-১৩৮)

১১. সূরা হূদ ১২৯
তাওহীদ, রিসালাত ও এগুলোর প্রামাণ্যতা ১২৯
নূহ ﷺ-এর নৌকা ১৩০
জালিম ও অন্যায়কারীর জন্যে দুআর বিধান ১৩১
নামাযের ওয়াক্ত বর্ণনা ১৩২
বিপদের লক্ষণ ১৩২
১২. সূরা ইউসুফ ১৩৩
সূরা ইউসুফের মর্মগত ব্যাপকতা ১৩৩
কাহিনীর সারসংক্ষেপ ১৩৪
স্বপ্ন বিষয়ক কিছু কথা ১৩৫
ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক ১৩৫

ত্রয়োদশ মজলিস (১৩৯-১৪৬)

সূরা ইউসুফের কাহিনী থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় উপদেশমালার অবশিষ্টাংশ ১৪০
১৩. সূরা রাদ ১৪১
একটি মূলনীতি ১৪২

হক ও বাতিলের তুলনা ১৪২
সত্যিকারের বুদ্ধিমান ও মুত্তাকীদের আটটি গুণ ১৪৩
দুর্ভাগা লোকদের তিনটি আলামত ১৪৩
১৪. সূরা ইবরাহীম ১৪৪
সূরা ইবরাহীমে মৌলিক তিন বিষয়ের আলোচনা ১৪৪
স্বীয় প্রতিপালকের কাছে ইবরাহীম ﷺ-এর দুআ ১৪৫

চতুর্দশ মজলিস (১৪৭-১৫৮)

১৫. সূরা হিজর ১৪৮
কুরআনের অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য ১৪৮
আল্লাহর কুদরত ও একত্ববাদের প্রামাণ্যতা ১৪৯
মানুষ সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা ও ইবলিসের অবাধ্যতা ১৪৯
জাহান্নামের সাত দরজা ১৫০
বান্দার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ১৫০
ইবরাহীম ﷺ-এর মেহমান ও কওমে লূত ১৫১
হিজর উপত্যকায় উটনীর ঘটনা ১৫১
কুরআনের নিয়ামতের তুলনায় দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অতি তুচ্ছ ১৫২
১৬. সূরা নাহল ১৫২
মৌমাছির মধ্যে আল্লাহ-প্রদত্ত বিস্ময়কর যোগ্যতা ১৫৩
অন্যান্য নিয়ামতের আলোচনা ১৫৪
কন্যা-সন্তান সুসংবাদ স্বরূপ ১৫৫
ব্যাপক অর্থবোধক একটি আয়াত ১৫৫
আদেশ-সূচক তিন বিষয় ১৫৬
নিষেধ-সূচক তিন বিষয় ১৫৬
হালাল আহার্য গ্রহণ ও হারাম থেকে বেঁচে থাকা ১৫৭
প্রাণ বাঁচাতে অন্তরে ঈমান রেখে মুখে কুফরী কথা উচ্চারণের অবকাশ ১৫৭

পঞ্চদশ মজলিস (১৫৯-১৭১)

১৭. সূরা ইসরা (সূরা বনী ইসরাঈল) ১৬০

মিরাজের আলোচনা ১৬০

মিরাজের সফর কোথা থেকে শুরু হয়? ১৬১

বনী ইসরাঈলের আলোচনা ১৬২

যাপিত জীবনে পালনীয় কিছু শিষ্টাচার ১৬৩

মুশরিকদের অসাড় দাবি-দাওয়া ১৬৪

সত্য সমাগত, মিথ্য বিতাড়িত ১৬৪

কুরআন আত্মিক রোগের মহৌষধ ১৬৫

কুরআন তিলাওয়াতে কান্না ১৬৬

১৮. সূরা কাহ্‌ফ ১৬৬

সূরা কাহফের ফযীলত ১৬৬

আসহাবে কাহফ : কাহিনী-সংক্ষেপ ১৬৭

'ইনশাআল্লাহ' বলার নির্দেশনা ১৬৮

সূরা কাহ্‌ফে বর্ণিত তিনটি দৃষ্টান্ত ১৬৯

মূসা ও খাযির আলাইহিমাস সালামের চিত্তাকর্ষক কাহিনী ১৭০

ষোড়শ মজলিস (১৭২-১৭৯)

বাদশাহ যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ ১৭৩

১৯. সূরা মারইয়াম ১৭৪

মারইয়াম ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের কাহিনী ১৭৫

নবী ইবরাহীম ও তাঁর মুশরিক বাবার আলোচনা ১৭৫

অন্যান্য নবী-রাসূলের আলোচনা ১৭৬

২০. সূরা তহা ১৭৭

মূসা আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গ ১৭৭

মূসা আলাইহিস সালামের উপর আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত ১৭৮
অন্যান্য আলোচনা ১৭৮

সপ্তদশ মজলিস (১৮০-১৮৭)

২১. সূরা আম্বিয়া ১৮১
মহাশক্তিধর স্রষ্টার অস্তিত্বের ছয়টি দলীল ১৮২
১৭ নবীর আলোচনা ১৮৩
২২. সূরা হজ ১৮৪
মানুষ সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক সাত অবস্থা ১৮৫
দ্বীন-ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ সর্বমোট ছয় দলে বিভক্ত ১৮৬
বাইতুল্লাহ নির্মাণের পর হজের ঘোষণা ১৮৬
জিহাদের অনুমতি ১৮৭

অষ্টাদশ মজলিস (১৮৮-১৯৮)

২৩. সূরা মুমিনূন ১৮৯
মুমিনের সাতটি গুণ ১৮৯
নবীদের আলোচনা ১৯০
চারটি উল্লেখযোগ্য গুণ ১৯০
কাফিরদের তিনটি দুষ্কর্ম ১৯০
হালাল খাদ্যের অপরিহার্যতা ১৯১
২৪. সূরা নূর ১৯৩
ঘরোয়া ১০টি বিধান ১৯৩
তিনটি দৃষ্টান্ত ১৯৬
মুনাফিক ও মুমিনের মধ্যকার বৈপরীত্যের আলোচনা ১৯৭
পারিবারিক জীবনের তিনটি বিধান ১৯৭

কিছু শিষ্টাচার ১৯৮

ঊনবিংশ মজলিস (১৯৯-২০৮)

২৫. সূরা ফুরকান ২০০

আল্লাহর দরবারে রাসূল ﷺ-এর অভিযোগ ২০১

কুরআন কেন একসঙ্গে নাযিল হলো না ২০১

আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের ১৩টি বৈশিষ্ট্য ২০২

২৬. সূরা শুআরা ২০৩

ফিরআউনের কাছে মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত ২০৪

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াত ২০৪

নূহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত ২০৫

হূদ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় ২০৫

সালিহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় ২০৬

লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় ২০৬

শুয়াইব আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় ২০৬

২৭. সূরা নামল ২০৭

পিঁপড়ার কাহিনী ২০৭

হুদহুদ পাখি ২০৭

সুলাইমান আলাইহিস সালামের সঙ্গে রানি বিলকিসের বিয়ে-প্রসঙ্গ .. ২০৭

বিংশ মজলিস (২০৯-২১৮)

আল্লাহর কুদরত ও একত্ববাদের পাঁচ দলীল ২১০

পুনরুত্থান বিষয়ে আলোচনা ২১১

কিয়ামাতের কিছু দৃশ্যের আলোচনা ২১১

২৮. সূরা কাসাস ২১২
আল্লাহর অপার কুদরতের কারিশমা ২১২
মিসর ছেড়ে মাদইয়ান ২১৩
মূসা ﷺ-এর সম্পূর্ণ কাহিনী থেকে অর্জিত উপদেশ ও শিক্ষা ২১৪
কারূনের কাহিনী ২১৫
২৯. সূরা আনকাবূত ২১৭
প্রকৃত আলিম কে? ২১৭

একবিংশ মজলিস (২১৯-২৩০)

নামাযের উপকারিতা ২২০
নবীজি সত্য নবী হওয়ার আলামত ২২০
মুসীবতে ধৈর্যধারণের উপদেশ ২২১
দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছু নয় ২২১
৩০. সূরা রূম ২২২
আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি-নিদর্শন ২২৩
বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ ২২৪
৩১. সূরা লুকমান ২২৫
ক্রীড়া-কৌতুক ও সাজ-সরঞ্জামাদি সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ...২২৫
খেলার সরঞ্জামাদি ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান ২২৬
আল্লাহর একত্ববাদ ও কুদরতের চারটি দলীল ২২৬
হযরত লুকমানের নসীহত ২২৭
৩২. সূরা সাজদাহ ২২৮
৩৩. সূরা আহযাব ২২৮
ভ্রান্ত আকীদার অপনোদন ২২৯
আহযাব-যুদ্ধের আলোচনা ২২৯

দ্বাবিংশ মজলিস (২৩১-২৪৪)

নারীদের প্রতি সাতটি হুকুম ২৩২
১০টি বিশেষ গুণ ২৩৩
পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে কোনো বাধা নেই ... ২৩৩
প্রসঙ্গ : রাসূল ﷺ-এর বহুবিবাহ ২৩৩
বিয়েতে কুফু বা সমতা ২৩৪
খতমে নবুওয়াত ২৩৪
নবীজির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ২৩৫
রাসূল ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ ২৩৬
পর্দাপালন সম্পর্কিত কয়েকটি দিকনির্দেশনা ২৩৭

৩৪. সূরা সাবা ২৩৮

নবী দাউদ, সুলাইমান ও সাবাবাসীর আলোচনা ২৩৯
মুশরিকদের নাফরমানীর মৌলিক কারণ ২৪০

৩৫. সূরা ফাতির ২৪১

ঈমান ও কুফরের সহজ পার্থক্য ২৪১
আল্লাহ তাআলার কুদরতের আলোচনা ২৪১
কুরআনের আলোচনা ও উম্মতে মুহাম্মাদিয়্যার মর্যাদা ২৪২

৩৬. সূরা ইয়াসিন ২৪৩

সূরা ইয়াসিনের ফযীলত ২৪৩
যেভাবে শুরু ২৪৪

ত্রয়োবিংশ মজলিস (২৪৫-২৫৪)

হাবীবে নাজ্জারের ঘটনা ২৪৬
আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ববাদ ও কুদরতের তিনটি দলীল ২৪৭
কিয়ামাতের ভয়াবহতা ও শিঙ্গায় ফুৎকার ২৪৭

৩৭. সূরা সাফফাত ২৪৮
কাতারবন্দী হওয়ার তাৎপর্য ২৪৮
ফিরিশতাদের আলোচনা নিয়ে শুরু ২৫০
নবীগণের কাহিনী ২৫০
৩৮. সূরা সোয়াদ ২৫২
৩৯. সূরা যুমার ২৫৩
চিকিৎসাশাস্ত্রে কুরআনী তথ্য ২৫৩
মুশরিক ও মুমিনের উদাহরণ ২৫৪

চতুর্বিংশ মজলিস (২৫৫-২৬৪)

পরম সান্ত্বনা ২৫৬
আলোচ্য আয়াত থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশ ২৫৬
অন্যান্য আলোচনা ২৫৭
৪০. সূরা মুমিন (গাফির) ২৫৮
সূরার মৌলিক বিষয়বস্তু ২৫৮
আরশ বহনকারী ফিরিশতাদের দুআ ২৫৯
কুরআনের এক বিশেষ বর্ণনারীতি ২৫৯
ফিরআউন-যুগের এক বিশেষ মুমিন বান্দার কাহিনী ২৬০
৪১. সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ (সূরা ফুসসিলাত) ২৬২
আদ ও সামূদ জাতির আলোচনা ২৬৩

পঞ্চবিংশ মজলিস (২৬৫-২৭৪)

‘কোথায় আমার ওই অংশীদার, যাদের তোমরা উপাসনা করতে?’ .. ২৬৬
৪২. সূরা শূরা ২৬৭
ওহী ও রিসালাতের আলোচনা ২৬৭

সকল নবীর দ্বীন একটাই ছিল ২৬৮
ঈমানদারদের বিশেষ কিছু গুণ ২৬৯
৪৩. সূরা যুখরুফ ২৬৯
জাহিলী যুগের কুসংস্কারের আলোচনা ২৭০
মুশরিকদের একটি মিথ্যা দাবির খণ্ডন ২৭০
৪৪. সূরা দুখান ২৭২
সূরার মূল আলোচনার অংশবিশেষ ২৭২
৪৫. সূরা জাসিয়া ২৭৩

ষষ্ঠবিংশ মজলিস (২৭৫-২৮৬)

৪৬. সূরা আহ্কাফ ২৭৬
পরস্পর-বিরোধী দুটি দৃষ্টান্ত ২৭৬
সবচেয়ে শক্তিধর জাতির সবচেয়ে নির্মম পরিণতি ২৭৭
৪৭. সূরা মুহাম্মাদ (সূরা কিতাল) ২৭৮
৪৮. সূরা ফাতহ্ ২৮০
হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং বাইআতে রিযওয়ানের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট .. ২৮০
দুটি বিপরীতমুখী দলের আলোচনা ২৮১
৪৯. সূরা হুজুরাত ২৮৩
৫০. সূরা কাফ ২৮৫
৫১. সূরা যারিয়াত ২৮৬

সপ্তবিংশ মজলিস (২৮৭-২৯৯)

৫২. সূরা তূর ২৮৮
৫৩. সূরা নাজম ২৮৯
৫৪. সূরা কামার ২৯০

মুজিযা - ২৯১
৫৫. সূরা আর-রাহ্‌মান ২৯২
৫৬. সূরা ওয়াকিয়া ২৯৪
সূরা ওয়াকিয়ার ফযীলত ২৯৪
কিয়ামাতের আলোচনা ২৯৪
আল্লাহ্‌ তাআলার অস্তিত্ব, একত্ববাদ ও কুদরতের দলীল ২৯৫
৫৭. সূরা হাদীদ ২৯৬
লোহার আলোচনা : লোহা নাযিলের রহস্য ২৯৮

অষ্টবিংশ মজলিস (৩০০-৩১২)

৫৮. সূরা মুজাদালাহ্‌ ৩০১
মজলিসে বসার আদব ৩০২
মুনাফিকদের আলোচনা ৩০২
৫৯. সূরা হাশর ৩০৩
মালে ফাই ও ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ দর্শন ৩০৪
৬০. সূরা মুমতাহিনা ৩০৫
৬১. সূরা সফ ৩০৭
৬২. সূরা জুমুআ ৩০৮
৬৩. সূরা মুনাফিকুন ৩০৮
৬৪. সূরা তাগাবুন ৩০৯
৬৫. সূরা তালাক ৩১০
বৈধ কাজসমূহের মধ্যে ঘৃণ্যতম কাজ তালাক ৩১০
৬৬. সূরা তাহ্‌রীম ৩১১

ঊনত্রিংশ মজলিস (৩১৩-৩২৯)

৬৭. সূরা মুল্ক ৩১৪

সূরা মুলকের ফযীলত ৩১৪

৬৮. সূরা কলম ৩১৬

রাসূল ﷺ-এর মহান চরিত্র ৩১৬

বাগানওয়ালার কাহিনী ৩১৭

৬৯. সূরা হাক্কাহ্ ৩১৮

৭০. সূরা মাআরিজ ৩১৯

৭১. সূরা নূহ ৩২১

৭২. সূরা জীন ৩২২

৭৩. সূরা মুযযাম্মিল ৩২৩

৭৪. সূরা মুদ্দাসসির ৩২৪

৭৫. সূরা কিয়ামাহ্ ৩২৫

৭৬. সূরা দাহ্র (সূরা ইনসান) ৩২৭

৭৭. সূরা মুরসালাত ৩২৮

ত্রিংশ মজলিস (৩৩০-৩৫৬)

৭৮. সূরা নাবা ৩৩১

৭৯. সূরা নাযিআত ৩৩১

৮০. সূরা আবাসা ৩৩২

অন্ধ সাহাবীর কাহিনী ৩৩২

৮১. সূরা তাকভীর ৩৩৩

৮২. সূরা ইনফিতার ৩৩৪

৮৩. সূরা মুতাফফিফীন ৩৩৪

'ইল্লিয়্যীন' ও 'সিজ্জীন' ৩৩৫
৮৪. সূরা ইনশিকাক ৩৩৫
৮৫. সূরা বুরূজ ৩৩৬
৮৬. সূরা তারিক ৩৩৭
৮৭. সূরা আ'লা ৩৩৭
৮৮. সূরা গাশিয়াহ্ ৩৩৮
৮৯. সূরা ফাজর ৩৩৮
৯০. সূরা বালাদ ৩৩৯
৯১. সূরা শামস ৩৪০
৯২. সূরা লাইল ৩৪১
৯৩. সূরা দোহা ৩৪১
৯৪. সূরা ইনশিরাহ্ (সূরা শারহ্) ৩৪২
৯৫. সূরা তীন ৩৪৩
৯৬. সূরা আলাক ৩৪৩
৯৭. সূরা কাদর ৩৪৪
৯৮. সূরা বায়্যিনাহ্ ৩৪৫
৯৯. সূরা যিলযাল ৩৪৫
১০০. সূরা আদিয়াত ৩৪৬
১০১. সূরা কারিআহ্ ৩৪৭
১০২. সূরা তাকাসুর ৩৪৭
১০৩. সূরা আসর ৩৪৮
১০৪. সূরা হুমাযাহ্ ৩৪৮
১০৫. সূরা ফীল ৩৪৯

১০৬. সূরা কুরাইশ ৩৪৯
১০৭. সূরা মাঊন ৩৫০
১০৮. সূরা কাউসার ৩৫০
১০৯. সূরা কাফিরূন ৩৫১
সূরা কাফিরূনের ফযীলত ৩৫১
১১০. সূরা নাসর ৩৫১
১১১. সূরা ল্মাহাব (সূরা মাসাদ) ৩৫২
১১২. সূরা ইখল্মাস ৩৫২
সূরা ইখলাসের ফযীলত ৩৫২
১১৩. সূরা ফাল্মাক ৩৫৪
১১৪. সূরা নাস ৩৫৪
সূরা নাস ও ফালাকের ফযীলত ৩৫৪
শানে নুযূল ৩৫৫
শেষ-কথা ৩৫৫

উনবিংশ মজলিস

পারা—১৯

২৫. সূরা ফুরকান

৬ রুকু ও ৭৭ আয়াত বিশিষ্ট। মক্কায় অবতীর্ণ।

'ফুরকান' কুরআনেরই আরেক নাম। শাব্দিক অর্থ 'আলাদা করা', 'পৃথক করা'। যেহেতু এ সূরা হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্যনির্ণয়কারী, তাই এর নাম 'ফুরকান' রাখা হয়েছে।[১]

সূরার প্রথম দুই রুকু ১৮ নম্বর পারার শেষের দিকে চলে গেছে। কুরআনুল কারীমের আলোচনার মাধ্যমে সূরাটি শুরু হয়েছে। কুরআনের উপর মুশরিকরা নানা রকমের সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন করেছিল। আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। একদল লোক তো কুরআনকে পূর্বেকার উম্মতের কেচ্ছা-কাহিনী সম্বলিত রচনা আখ্যা দেওয়ার কোশেশ করে। দ্বিতীয় আরেকদল বলে, এটি মুহাম্মদের বানানো। আহলে কিতাব নাকি এই কুরআন বানাতে সহযোগিতা করেছে (নাউযুবিল্লাহ)। আরেকদলের ধারণা হলো, এটি মুহাম্মাদের যাদু (নাউযুবিল্লাহ)। [আয়াত-ক্রম : ১-৬]

এরপর রাসূল ﷺ-এর আলোচনা এসেছে। বিদ্বেষপূর্ণ লোকেরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত, সে-কথাও এসেছে। তাদের ধারণা ছিল, কোনো মানুষ নবী হতে পারে না, নবী হবেন ফিরিশতা। আর যদি কোনো মানুষ নবী হনও, তাহলে সচ্ছল ও সমৃদ্ধশালী লোক নবী হবেন। কোনো গরীব, ইয়াতীম এই পদে ভূষিত হবে না। আল্লাহ তাআলা এসব খামখেয়ালিপূর্ণ কথা ও অযথা দাবির খণ্ডন করলেন। [আয়াত-ক্রম : ৭-৯]

১৯ নম্বর পারাও শুরু হয়েছে তাদের এই অবাস্তব ও অনর্থক দাবির কথা উল্লেখ করে যে, 'আমাদের কাছে ফিরিশতা আসেন না কেন?' অথবা 'আমরা আল্লাহকে দেখব।' এর জবাবে বলা হলো, ফিরিশতাকে তখনই দেখা যাবে, যখন তারা মৃত্যুর সময় প্রাণ সংহার করতে আসবেন। জানা কথা, সেই সময়টা তাদের

[১] হিদায়াতুল কুরআন : ৬/১১২

জন্যে কোনো সুখকর সময় হবে না। আর কিয়ামাতের দিন ঈমান না থাকার কারণে তাদের কোনো আমলও গ্রহণযোগ্য হবে না। সব ছাই হয়ে উড়ে যাবে। তারা কেবল আফসোস আর পরিতাপ করতে থাকবে। [আয়াত-ক্রম : ২১-২৩]

আল্লাহর দরবারে রাসূল ﷺ-এর অভিযোগ

কিয়ামাতের দিন আল্লাহর রাসূল অভিযোগের সুরে বলবেন, 'হে আমার পালনকর্তা! তারা এই কুরআনকে ত্যাগ করে দিয়েছিল।' [আয়াত-ক্রম : ৩০]

ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন, কুরআন ত্যাগ কয়েকভাবে হতে পারে।

১. তারা কুরআন শ্রবণ করবে না, তার উপর ঈমান আনবে না।

২. কুরআন তিলাওয়াত করবে, এর উপর ঈমানও আনবে। কিন্তু কুরআনের উপর আমল করবে না।

৩. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও উদ্ভূত সমস্যায় কুরআনের হুকুম বাস্তবায়ন করবে না। কুরআনকে ফায়সালাকারী বানাবে না।

৪. কুরআনের অর্থের প্রতি গভীর চিন্তা ও তাদাব্বুর করবে না।

৫. কুরআন থেকে আত্মিক রোগের চিকিৎসা গ্রহণ করবে না।[১]

প্রিয় পাঠক! সামনে অগ্রসর হবার আগে আমরা একটু থামি, তারপর পুরো উম্মতের ব্যাপারে একটু চিন্তা করি যে, আজ আমরা কুরআনকে কী পরিমাণ ত্যাগ করেছি। রূহানী ও আখলাকী রোগে প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কুরআনী চিকিৎসা আমরা গ্রহণ করছি না। অথচ সন্দেহাতীতভাবে কুরআনে রয়েছে সব রোগের চিকিৎসা।

কুরআন পরিত্যাগ করায় আমাদের রোগ শুধু বাড়ছে, আর ধ্বংসের দিকে আমরা ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছি।

কুরআন কেন একসঙ্গে নাযিল হলো না

মুশরিকরা প্রশ্ন উত্থাপন করল—তাওরাত ও ইনজিলের মতো কুরআন কেন একসঙ্গে নাযিল হলো না? বস্তুত ধীরে ধীরে কুরআন নাযিলের মধ্যে অনেক

[১] আল-ফাওয়াইদ : ১/৮২

উপকার নিহিত। যেমন হিফয করা, অর্থ বোঝা, বিধানাবলি আহরণ করা এবং তা আমলে বাস্তবায়িত করা সহজ হয়ে আসে। তবে মুশরিকদের প্রশ্নের জবাবে এখানে আল্লাহ তাআলা একটি কারণ উল্লেখ করেছেন যে, এতে করে আপনার অন্তর কুরআনের নূরে নূরান্বিত হবে। কুরআনের অন্তর্নিহিত বিষয়াবলি এবং ইলম আপনার অন্তরের খোরাক হবে, শক্তি হাসিল হবে। একসঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী বৃষ্টি ক্ষেতের জন্যে ক্ষতিকর, অথচ সময়ে সময়ে বৃষ্টিবর্ষণ ফসলের জন্যে খুবই উপকারী হয়ে থাকে। [আয়াত-ক্রম : ৩২]

আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের ১৩টি বৈশিষ্ট্য

সূরার শেষের দিকে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের ১৩টি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা এসেছে—

১. তারা জমিনে বিনয়াবনত হয়ে চলে।

২. মূর্খদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

৩. রাতে নামায ও ইবাদাতে লিপ্ত থাকে।

৪. জাহান্নামের আযাবের ভয় অন্তরে বিরাজ করে।

৫. খরচ করার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে; অপব্যয়ও করে না, কৃপণতাও করে না।

৬. শিরক থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকে।

৭. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে।

৮. ব্যভিচার এবং চরিত্রহীন কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।

৯. আল্লাহ তাআলার দরবারে তাওবা করে।

১০. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকে।

১১. গান-বাজনা ও খারাপ বৈঠক থেকে দূরত্ব বজায় রাখে।আল্লাহর কালাম শুনে প্রভাবিত ও উপকৃত হয়।

১২. আল্লাহ তাআলার কাছে নেককার স্ত্রী-সন্তান লাভ এবং পথপ্রদর্শক বানানোর দুআ করে। [আয়াত-ক্রম : ৬৩-৭৪]

নেককার স্ত্রী-সন্তান লাভের জন্যে আল্লাহ তাআলার শেখানো দুআ—

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

> *'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শ বানান।' [আয়াত-ক্রম : ৭৪]*

আল্লাহ তাআলা এই গুণগুলো আমাদের মধ্যেও সৃষ্টি করে দিন। আমীন।

২৬. সূরা শুআরা

১১ রুকু ও ২২৭ আয়াত বিশিষ্ট। মক্কায় অবতীর্ণ।

'শায়ির' মানে কবি। তার বহুবচন 'শুআরা'। যেহেতু সূরার শেষের দিকে কবিদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, তাই সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'শুআরা'।[১]

এ সূরা হুরূফে মুকাত্তাআত দ্বারা শুরু হয়েছে এবং স্বাভাবিক নিয়মে কুরআনের আলোচনা এসেছে। রাসূলে আকরাম ﷺ কুরআনের ইলম ও বিধিবিধান পৌঁছাতে এবং মানুষের হিদায়াতের ফিকির করতে গিয়ে নিজের প্রাণকে ঝুঁকিতে ফেলে দিতেন। [আয়াত-ক্রম : ২-৩]

আল্লাহ তাআলা প্রিয় হাবিব ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেন—

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

> *'তারা ঈমান আনে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন।' [আয়াত-ক্রম : ৩]*

অন্যদিকে বিরুদ্ধবাদীদের এই নিয়ম ছিল যে, তাদের সামনে হিদায়াত এবং উপদেশমূলক যে কথাই আসুক, এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াকে তারা জরুরি মনে করত। [আয়াত-ক্রম : ৫-৬]

[১] হিদায়াতুল কুরআন : ৬/১৫৯

ফিরআউনের কাছে মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত

এই সূরায় কয়েকজন নবী-রাসূলের কাহিনী আলোচনা করা হয়। মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনী দিয়ে আলোচনার শুরু। তাঁকে আল্লাহ তাআলা নবুওয়াত দান করলেন। ফিরআউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার হুকুম করলেন।

দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার পর মূসা আলাইহিস সালাম ও ফিরআউনের কিছু কথোপকথন—

ফিরআউন : আমি তোমাদের লালন-পালন করেছিলাম।

মূসা : তোমার অনুগ্রহ প্রকাশের কী অধিকার থাকতে পারে! অথচ তুমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের গোলাম বানিয়ে রেখেছ।

ফিরআউন মূসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক কিবতি হত্যার কথা স্মরণ করিয়ে দিলো।

মূসা : আমি ইচ্ছা করে হত্যা করিনি। ভুলক্রমে ঘটনাটি সংঘটিত হয়ে গেছে।

ফিরআউন : 'রাব্বুল আলামীন' কাকে বলে?

মূসা : এই আসমান-জমিন যিনি সৃষ্টি করেছেন, সমস্ত মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকেও যিনি সৃষ্টি করেছেন, তোমার বাপ-দাদাকেও যিনি সৃষ্টি করেছেন—তিনি রাব্বুল আলামীন।

ফিরআউন ধমক দিয়ে উঠল। এই কথাগুলোর দলীল চাইল। মুজিযা দেখানোর কথা বলল। ফলে তিনি লাঠি জমিনে রাখতেই ভয়ঙ্কর সাপ হয়ে উঠল। [আয়াত-ক্রম : ১০-২৮]

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াত

দ্বিতীয় কাহিনী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের; যাঁর পিতা আযর এবং কওমের লোকেরা মূর্তিপূজা করত। তাদেরকে ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তিনি। দলীল হিসেবে আল্লাহ তাআলার পাঁচ সিফাতের বর্ণনা দিলেন এভাবে—

১. তিনি আমার স্রষ্টা এবং পথপ্রদর্শক।

২. তিনি রিযিকদাতা।

৩. তিনি আরোগ্যদাতা।

৪. তিনি জীবন-মরণ দান করেন।

৫. তিনি ইহ ও পরকালে গুনাহ মাফ করেন।

এই পাঁচ সিফাতের মুকাবিলায় পাঁচটি দুআ করলেন—

১. হে আল্লাহ! আমাকে ইলম ও বুঝ দান করুন।

২. মানুষের কাছে আমার ইতিবাচক আলোচনা জারি করে দিন।

৩. জান্নাতে আমাকে জায়গা করে দিন।

৪. আমার বাবাকে মাফ করে দিন। (তখন বাবার কুফরের উপর অবিচলতার বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না।)

৫. পরকালে আমাকে অপদস্থ করবেন না।

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাহিনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পেলাম যে, সর্বাবস্থায় মানুষের জন্যে আল্লাহ তাআলার প্রতিই মনোযোগী হওয়া উচিত। [আয়াত-ক্রম : ৪৯-১০৪]

নূহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত

তৃতীয় কাহিনী নূহ আলাইহিস সালামের। যিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে সাড়ে নয়শো বছর ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া তাদের কেউই দাওয়াত কবুল করেনি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ডুবিয়ে মারলেন। [আয়াত-ক্রম : ১০৫-১২২]

হূদ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়

চতুর্থ কাহিনী হূদ আলাইহিস সালামের। তিনি আদ সম্প্রদায়ের নবী ছিলেন। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা শারীরিক শক্তি, দীর্ঘ হায়াত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন ইত্যাদি নিয়ামত দান করেছিলেন। অপ্রয়োজনে তারা বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করত। তারাও ঈমান গ্রহণ করেনি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন। [আয়াত-ক্রম : ১২৩-১৪০]

সালিহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়

পঞ্চম কাহিনী সালিহ আলাইহিস সালামের। তাদেরকেও আল্লাহ তাআলা অনেক সমৃদ্ধি দান করেছিলেন। অনেক নিয়ামতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু তারা নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেনি। উল্টো অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতায় জড়িয়ে পড়ার কারণে পরিণতি খুবই ভয়াবহ হয়। তারা সবাই ধ্বংসে নিপতিত হয়। [আয়াত-ক্রম : ১৪১-১৫৯]

লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়

ষষ্ঠ কাহিনী লূত আলাইহিস সালামের। যাঁর সম্প্রদায়ের লোক নাফরমানী, অন্যায়, প্রবৃত্তির পূজা, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি কাজে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তারা এমন বদ-স্বভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে, এর পূর্বে কেউ এমন কাজে জড়ায়নি। তাই আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে অভূতপূর্ব ভয়ানক আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন। [আয়াত-ক্রম : ১৬০-১৭৫]

শুয়াইব আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়

সপ্তম কাহিনী শুয়াইব আলাইহিস সালামের। তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা নানা রকমের নিয়ামত দিয়েছিলেন। নানা কিসিমের বাগ-বাগিচা, নহর ইত্যাদি। কিন্তু তারাও আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে গেল। তাদের অন্যতম গুনাহ ছিল, তারা বান্দার হক আদায় করত না। বোঝানোর পরও যখন তারা ফিরল না, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর আযাবের ফায়সালা করে দিলেন। অগ্নিবৃষ্টি আর ভূমিকম্পের মাধ্যমেই তারা কয়লা হয়ে গেল। [আয়াত-ক্রম : ২২১-২২৩]

সূরার শেষের দিকে সাধারণ কবিদের আলোচনা করা হয়েছে; যারা আল্লাহকে ভুলে কাব্যরচনা করে, গোমরাহীর অনুসরণ করে। আবার ঈমানদার ও নেক আমলওয়ালা কবিদের প্রশংসাও করা হয়েছে। [আয়াত-ক্রম : ২২৪]

২৭. সূরা নামল

৭ রুকু ও ৯৩ আয়াত বিশিষ্ট। মক্কায় অবতীর্ণ।

নামল অর্থ পিঁপড়া বা পিপীলিকা। যেহেতু এ সূরায় পিঁপড়ার কাহিনী বিবৃত হয়েছে, তাই এই নামে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

সূরাটিতে মূসা, সালিহ ও লূত আলাইহিমুস সালামের কাহিনী সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। আর দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের আলোচনা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে। নবী সুলাইমানের জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষ, জীন ও পাখিদেরকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। তিনি পাখিদের ভাষাও বুঝতেন।

পিঁপড়ার কাহিনী

একদিন সুলাইমান আলাইহিস সালাম সৈন্যবাহিনী নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। যখন পিঁপড়াদের বসতি অতিক্রম করছিলেন, শুনলেন এক পিঁপড়া অন্য পিঁপড়াদের বলছে, 'জলদি ঘরে প্রবেশ করো, সুলাইমান ও তাঁর সৈন্যবাহিনী অজান্তেই তোমাদের পিষ্ট করে ফেলতে পারে। তিনি তাদের কথোপকথন শুনলেন এবং মুচকি হাসলেন। আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলেন।

হুদহুদ পাখি

সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে নিয়মিত উপস্থিতির মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য পাখি ছিল, যার নাম হুদহুদ। সে একদিন নবী সুলাইমানকে সাবা অঞ্চলের সম্রাজ্ঞী বিলকিস ও সেখানকার জনগণের ব্যাপারে এই সংবাদ দিল যে, তারা সূর্যের পূজা করে। নবী সুলাইমান চিঠি পাঠিয়ে সম্রাজ্ঞী সাবাকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন। সম্রাজ্ঞী প্রথমে নিজের শক্তির উপর অনেক আস্থাশীল থাকলেও সুলাইমান আলাইহিস সালামের শক্তি-সামর্থের কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন। দরবারে উপস্থিত হলেন। তারপর সম্রাজ্ঞী ঈমান গ্রহণ করে নিলেন।

সুলাইমান আলাইহিস সালামের সঙ্গে রানি বিলকিসের বিয়ে-প্রসঙ্গ

সুলাইমান আলাইহিস সালামের সঙ্গে সম্রাজ্ঞী বিলকিসের বিয়ে হয়েছিল কি-না এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহে স্পষ্ট কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। আমাদের এ বিষয়ে

খোঁজ নেয়ারও তেমন প্রয়োজন নেই। যেহেতু কুরআন বা হাদীস এ বিষয়ে নীরব।

তবে ইবনু আসাকির হযরত ইকরিমা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ঈমান গ্রহণের পর রানি বিলকিস নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যান। বিয়ের পর তাঁকে তাঁর রাজত্ব বহাল রেখে ইয়ামানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রতিমাসে সুলাইমান আলাইহিস সালাম সেখানে যেতেন এবং তিনদিন অবস্থান করতেন। যদিও ইবনে আসাকির থেকে এই বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু বিয়ে না হওয়ার বিবরণও আছে। মোটকথা, এই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রে কিছু পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, সবগুলো বিবরণই দুর্বল।[১]

[১] কুরতুবী—সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য

সপ্তবিংশ মজলিস

পারা–২৭

২৬ নম্বর পারার শেষের দিকে ওই ফিরিশতাদের আলোচনা হয়েছিল, যাঁদেরকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম অন্য সাধারণ মেহমান মনে করেছিলেন। পরে যখন বুঝতে পারলেন যে, এঁরা তো ফিরিশতা, তখন তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কী কাজে এসেছেন?' তাঁরা বললেন, 'আমরা লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের উপর পাথরবৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে এসেছি।'

কওমে লূতের আলোচনা ছাড়াও এ সূরায় ফিরআউন, আদ, সামুদ এবং কওমে নূহের পরিণতির আলোচনা এসেছে।

এরপর আসমান-জমিন সৃষ্টির আলোচনা এবং এই তথ্যও প্রদান করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জিনিসকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

সূরার শেষের দিকে জীন ও মানবজাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করা।

এ ছাড়া বলা হয়েছে, সমস্ত মাখলুকাতের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার। কাফির-মুশরিকদেরকে পরকালীন শাস্তির ভয়ও প্রদর্শন করা হয়েছে।

৫২. সূরা তূর

২ রুকু ও ৪৯ আয়াত বিশিষ্ট। মক্কায় অবতীর্ণ।

এ সূরার শুরুতে পাঁচটি কসম করে বলা হচ্ছে, নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকের শাস্তি সংঘটিত হবেই। এতে একটুও এদিক-সেদিক হবে না।

মাগরিবের নামাযে রাসূল ﷺ সূরা তূর পাঠ করছিলেন। জুবাইর ইবনু মুতইম রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফরের অবস্থায় নামাযের তিলাওয়াত শুনছিলেন। নবীজি যখন এই আয়াত পাঠ করলেন, 'আপনার রবের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী।' জুবাইর বলেন, 'এই আয়াত শোনামাত্র মনে হলে, আমার ভেতরটা যেন ফেটে যাচ্ছে।' আযাব নাযিল হওয়ার ভয় তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

মুত্তাকীদের স্থায়ী ঠিকানা জান্নাতের আলোচনা এসেছে। সেখানে তাদের জন্যে অনিন্দ্য সুন্দরী রমণী, সুস্বাদু ফল, গোশতের মতো নিয়ামত প্রস্তুত রয়েছে। তারা পরস্পর কথাবার্তার এক পর্যায়ে বলবে, 'আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। তারপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু।' [আয়াত-ক্রম : ২৬-২৮]

এরপর রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতের ব্যাপারে মুশরিকদের অবস্থান পরিষ্কার করা হয়েছে। তারা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে, তাঁকে গণক এমনকি পাগলও আখ্যা দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-কে নির্দেশ দিলেন, 'আপনি দাওয়াত ও নসীহতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখুন। তারা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

সূরার শেষের দিকে মুশরিকদের বাতিল ধারণার মূলোৎপাটন করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর একত্ববাদ ও তিনিই যে একমাত্র উপাস্য, তার দলীল পেশ করা হয়েছে। ওই নির্বোধদের নিন্দা করা হয়েছে, যারা ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে বলে (নাউযুবিল্লাহ!)। রাসূল ﷺ-কে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর তাসবীহ পাঠ ও প্রশংসা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করবেন। আর জালিমদেরকে শাস্তির মুখোমুখি করবেন; দুনিয়ায়ও, আখিরাতেও।

৫৩. সূরা নাজম

৩ রুকু ও ৬২ আয়াত বিশিষ্ট। মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরার শুরুতে অস্তগামী তারকার কসম করে রাসূল ﷺ-এর সত্য নবী হওয়ার বিবরণ দেয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ-এর অন্যতম মুজিযা মিরাজের আলোচনা এসেছে। মিরাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবী ﷺ-কে সুবিশাল বাদশাহির আশ্চর্যজনক বিষয়াবলি দেখিয়েছেন। জিবরীল আলাইহিস সালামকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেকানো হয়েছে। জান্নাত, জাহান্নাম, বাইতুল মামুর, সিদরাতুল মুনতাহাসহ আল্লাহর অপার নিদর্শনাবলি চাক্ষুষ প্রদর্শন করানো হয়েছে।

মুশরিকদের নিন্দা করেছে এ সূরা; যারা লাত, উযযা ও মানাত নামক প্রতিমার পূজা করত এবং ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা আখ্যায়িত করত (নাউযুবিল্লাহ!)।

কিয়ামাতের আলোচনাও এসেছে। যেদিন ভালো-মন্দ সব আমলের পুরোপুরি বদলা দেয়া হবে। মুত্তাকীদের বেলায় বলা হয়েছে, তারা বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে আর কাফিররা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বলা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্রভাবে নিজের আমলের দায়িত্বশীল নিজেই। কাজেই কারো গুনাহের দায়ভার অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। চেষ্টা অনুযায়ী মানুষের প্রাপ্তি যোগ হবে। মানুষের জন্য নিজের প্রশংসা নিজে করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

আল্লাহর কুদরত ও একত্ববাদের কিছু দলীল পেশ করা হয়েছে। যেমন তিনিই হাসান ও কাঁদান, তিনিই মারেন ও বাঁচান এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী। পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই। তিনিই ধনবান করেন ও সম্পদ দান করেন। তিনিই নাফরমান সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন।

সূরার শেষের দিকে কুরআনুল কারীম সম্পর্কে মুশরিকদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা এসেছে, 'তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? এবং হাসছ, কাঁদছ না? তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ। অতএব আল্লাহকে সিজদা করো এবং তাঁর ইবাদাত করো।' [আয়াত-ক্রম : ৫৯-৬২]

৫৪. সূরা কামার

৩ রুকু ও ৫৫ আয়াত বিশিষ্ট। মক্কায় অবতীর্ণ।

এ সূরায় ওয়াদাও রয়েছে, সতর্কবাণীও রয়েছে। মুমিনদের জন্যে সুসংবাদও রয়েছে, কাফিরদের জন্যে ভীতিপ্রদর্শনও রয়েছে। নসীহত ও শিক্ষামূলক আলোচনা, নবুওয়াত, রিসালাত, পুনরুত্থান ও কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া, বিচার-ফায়সালা ও তকদীরের মতো মৌলিক আকীদার আলোচনাও রয়েছে।

সূরার শুরুতেই কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়া এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার আলোচনা এসেছে। রাসূল ﷺ এর নবুওয়াতপ্রাপ্তি ও এরপরের যুগ শুরু হওয়া কিয়ামাত

নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। এক হাদীসে এসেছে—'আমি এবং কিয়ামাত এক সাথে প্রেরিত হয়েছি।' এ কথা বলে নবী ﷺ হাতের শাহাদাত আঙুল ও মধ্যমা আঙুলকে একত্রিত করে দেখিয়েছেন।[১]

মুজিযা

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া রাসূলে আকরাম ﷺ-এর প্রসিদ্ধ মুজিযা। মক্কার মুশরিকরা যখন রাসূল ﷺ-এর কাছে তাঁর রিসালাতের পক্ষে কোনো নিদর্শন চাইল, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখিয়ে দিলেন। রাসূল ﷺ-এর হাতের ইশারায় চাঁদটা দুই টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু তাদের ভাগ্যে হিদায়াত ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বলছেন, 'তারা যদি কোনো নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরায়ত যাদু।' [আয়াত-ক্রম : ৩]

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীকে বললেন, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এবং কিয়ামাতের ভয়ানক দিনের অপেক্ষা করুন, যেদিন তারা ভয়ার্ত চেহারায় কবর থেকে উঠবে। চেহারায় অপদস্থতার চাপ পরিলক্ষিত হবে। দৌড়াতে থাকবে আর বলতে থাকবে, এটা বড় কঠিন দিন।

এরপর মক্কার কাফিরদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এভাবে যে, পূর্বের সম্প্রদায়ের ন্যায় তোমাদের উপরও আল্লাহর আযাব চলে আসতে পারে। কেননা পূর্বের সম্প্রদায়ের মতো তোমরাও একই অপরাধে জড়িয়ে পড়ছ। এ ভীতিপ্রদর্শনে ধ্বংসপ্রাপ্ত যেসব সম্প্রদায়ের কাহিনী বিবৃত হয়েছে, প্রত্যেকবার একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে—'তারপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী?'

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি কুরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোনো চিন্তাশীল আছে কি?

এখানে সহজ করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে, তিলাওয়াত করার জন্যে, হিফয করার জন্যে, নসীহত গ্রহণ ও এর উপর আমল করার জন্যে সহজ করে দেয়া।

সূরার শেষের দিকে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি।' প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভারসাম্য রক্ষা করা কেবল

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৬৫০৩; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২৯৫০

সৃষ্টিকর্তা খালিকের পক্ষেই সম্ভব। এটাই তাঁর কুদরতের বড় দলীল। তাছাড়া মানুষের সবকিছু আমলনামায় লিপিবদ্ধ থাকার কথাও এসেছে। তাই ছোট থেকে ছোট কোনো গুনাহকেই তুচ্ছ মনে করা ঠিক নয়।

৫৫. সূরা আর-রাহমান

৩ রুকু ও ৭৮ আয়াত বিশিষ্ট। মদীনায় অবতীর্ণ।

এ সূরার আরেক নাম 'উরুসুল কুরআন' বা 'কুরআনের নববধূ।' সূরাটিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিয়ামতের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রথম নিয়ামত হিসেবে কুরআন নাযিল হওয়া এবং কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিষয় বিবৃত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ কুরআন মানুষের জন্যে মহানিয়ামত। প্রত্যেক জিনিসের কোনো না কোনো বিকল্প থাকে, কিন্তু কুরআনের কোনো বিকল্প নেই। কোনো বস্তুগত নিয়ামত এর ধারেকাছেও যেতে পারবে না। কুরআনের একেকটি আয়াত এমনকি একেকটি হরফ দুনিয়া ও এর ভেতর যা কিছু আছে, সব থেকে উত্তম।

আল্লাহ তাআলা এ সূরা শুরু করেছেন তাঁর প্রধানতম সিফাত 'রাহমান' বলার মাধ্যমে। যেন জানিয়ে দেয়া হলো সমস্ত নিয়ামত, বিশেষত কুরআনের মতো নিয়ামতপ্রাপ্তি তাঁর রাহমান সিফাতের বদৌলতে হয়েছে।

এরপর বিশ্বজগতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা বিভিন্ন নিয়ামতের আলোচনা হয়েছে। চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর হিসাব মতো তাদের কক্ষপথে বিচরণ করছে। তারকা ও গাছগাছালি আল্লাহর সামনে সিজদারত রয়েছে। জমিনকে বিছানাসদৃশ বিছিয়ে রাখা হয়েছে। নানা প্রজাতির ফলমূল, সুগন্ধি ফুল, শস্য, তরিতরকারি—সেগুলো থেকে মানুষ উপকৃত হয়। মানুষকে মাটি থেকে আর জীন জাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। মিঠা ও নোনাপানি সমুদ্রে নিজ নিজ অবস্থান ধরে পাশাপাশি প্রবাহিত হয়। সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয় মোতি ও প্রবাল। সমুদ্রের বুক চিরে পাহাড়-সদৃশ জাহাজ চলাচল করে।

জীন ও মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছেন, 'ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলোয়, তাহলে অতিক্রম করো। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না।' [আয়াত-ক্রম : ৩৩]

দুনিয়াবী নিয়ামতের বিবরণের পাশাপাশি পরকালীন নিয়ামত এবং শাস্তির কথাও আলোচিত হয়েছে। জাহান্নামের ভয়াবহতার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়া হবে। আকাশ বিদীর্ণ হবে, রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মতো হয়ে যাবে। সেদিন অপরাধীর পরিচয় তার চেহারা থেকেই পাওয়া যাবে। পা ও চুল ধরে জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়া হবে। এটাই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলত।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

> *'অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?'*

আল্লাহ তাআলা মাখলুকাত ও বিস্ময়কর সৃষ্টির আলোচনার অধীনে এ আয়াতটি আটবার এনেছেন। এরপর জাহান্নামের শাস্তির আলোচনার অধীনে এনেছেন সাতবার। জান্নাতের নিয়ামতরাজির আলোচনার অধীনে এনেছেন সাতবার। আমরা নিশ্চয় জানি, জাহান্নামের দরজা সাতটি এবং জান্নাতের দরজা আটটি।

সূরার শেষ আয়াতে বলা হয়েছে—

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

> *'কত পুণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।'*

এই নাম দ্বারা ওই নামই উদ্দেশ্য, যে নাম দ্বারা সূরা শুরু হয়েছে। যেন পুনরায় এ কথাই বলা হচ্ছে, আসমান-জমিনের সৃষ্টি, জান্নাত-জাহান্নামের অস্তিত্বসহ এ সূরায় যা কিছু আলোচিত হয়েছে, সব এই 'রাহমান'-এর রহমতের সুফল।